যায়যায়দিন
২৩ ডিসেম্বর ২০১১ শুক্রবার

বিজয়ের ৪০ বছর

গড়ে তুলি স্বপ্নের বাংলাদেশ

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এ বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে বহু ত্যাগ, সংগ্রাম আর রক্তের বিনিময়ে। বাঙালির অধিকার হরণ করেছে কখনো নীলকররা, কখনো ইংরেজ বেনিয়ারা, কখনো পাকিস্তানি শাসকরা। কিন্তু বীর বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি কোনো ষড়যন্ত্র। প্রায় ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম আর ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ইতিহাসের কোলে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। শুধু বাঙালিদের জন্যই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ৫ হাজার বছরের ইতিহাসে এ ধরনের সংগ্রাম আর সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ের নজির নেই। স্বাধীনতা অর্জনে ২৪ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন ও সংগ্রামের পরতে পরতে যে মানুষটির আকাশ ছোঁয়া সাহসী অবদান রয়েছে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকীতে আমি অবনত চিত্তে স্মরণ করছি জাতির জনককে। স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা বোন, অগণিত মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন সে সব বীরদের। স্মরণ করছি সেক্টর কমান্ডার ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জীবিত সব বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

১৯৭১ থেকে ২০১১। এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে ৪০ বছর। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙালি জাতি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আনন্দ বেদনার মহাকাব্য। পৃথিবীতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশের সংখ্যা খুব বেশি নেই। যে কয়টি দেশ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। অহঙ্কারের অর্জন বাংলাদেশের নাগরিক আমরা। কিন্তু সে অহঙ্কার আমরা কতটা বজায় রাখতে পারছি? বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমরা দেশকে নিয়ে যতটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠি, সে আবেগের প্রবাহ সারা বছর ধরে রাখতে পারি না কেন?

বাঙালি জাতির জন্য এটি বড় ব্যর্থতা যে স্বাধীনতার ৪০ বছরে এখনো আমরা স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারিনি। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো অগ্রগতি হলেও আমরা এখন পারিনি আকাঙ্ক্ষিত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি বাংলাদেশ গড়তে। এর পুরো দায় শুধু সরকার বা রাজনীতিবিদদের নয়, জনগণকেও এর দায় স্বীকার করতে হবে। এটা ঠিক যে সরকারের নীতিনির্ধারণের ওপর নির্মিত হয় যে কোনো রাষ্ট্রের ভিত। কোনো দেশের রাজনীতিবিদরা হলেন সে দেশের রোল মডেল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধুসহ রাষ্ট্রের যে কয়জন রোল মডেল আমরা পেয়েছিলাম, তাদের হেলায় হারিয়ে সে শূন্যস্থানটি আজো পূরণ করতে পারিনি। বরং রাজনীতিতে অসততা, অপরিপক্কতা অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে। ফলে নতুন প্রজন্ম রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। দেশপ্রেমের শিক্ষাটাও নতুন প্রজন্ম ধারণ করতে পারেনি যথাযথভাবে।

> 'দেশ তোমাকে কী দিয়েছে সেটি বড় কথা নয়, দেশকে তুমি কী দিতে পার সেটাই বড় কথা'- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির এ বিখ্যাত উক্তি হৃদয়ে ধারণ করে দেশের তরুণ প্রজন্মসহ সবাইকে আজ নতুন বিপ্লব শুরু করতে হবে। এ বিপ্লব হবে দেশের উন্নয়নের, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষার, মানবাধিকার রক্ষার, সুশাসন প্রতিষ্ঠার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে দেখতে চাই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে। আসুন, বিজয়ের ৪০ বছরের এ লগ্নে ১৯৭১ সালের মতো আমরা আর একবার দেশ গড়ার অঙ্গীকার করি এবং গড়ে তুলি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

৪০ বছর আগে যে রাষ্ট্রটি ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করল সে রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিকভাবে এখনো পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী হলো না কেন সেটা বিশ্লেষণ করা জরুরি। বাংলাদেশের মতো সব ক্ষেত্রে একটি বিশাল সম্ভাবনার দেশে স্বাধীনতার ৪০ বছরে অনেক বেশি পথ এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যর্থতা, গণতন্ত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সব ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা এবং সব কিছু হীনরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। দেশের কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষ উৎপাদন বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু বিশাল জনশক্তির এ দেশে প্রতিটি মানুষের জন্য আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারিনি। আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণ বিশেষ করে তরুণ ও যুব সমাজের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করতে পারিনি। আজ সময় এসেছে সবকিছু পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথ সৃষ্টি করার। আর এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের তরুণ সমাজ।

আজ শুধু রাজনীতিবিদ বা সমাজপতিদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। দেশের তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে দেশ গঠনে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য তাদের সঠিকভাবে জানতে হবে। এ দেশ কতটা ত্যাগ আর সংগ্রামের ফসল সেটা সঠিকভাবে জানার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের কাজ করতে হবে। নতুন প্রজন্ম দেশ গঠনে যত বেশি ভূমিকা রাখবে, দেশ তত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। ১৯৭১ সালে বাঙালি যেভাবে প্রমাণ করেছে তারা যুদ্ধ করে মুক্তি আনতে জানে, তেমনি নতুন প্রজন্মকে আজ প্রমাণ করতে হবে তারা দেশপ্রেম, মেধা, দক্ষতা ও আত্মশক্তি দিয়ে বিশ্বের বুকে আধুনিক একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বাংলাদেশের ললাটে অহঙ্কারের নতুন নতুন তিলক যোগ করতে পারে নতুন প্রজন্মই।

'দেশ তোমাকে কী দিয়েছে সেটি বড় কথা নয়, দেশকে তুমি কী দিতে পার সেটাই বড় কথা'- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির এ বিখ্যাত উক্তি হৃদয়ে ধারণ করে দেশের তরুণ প্রজন্মসহ সবাইকে আজ নতুন বিপ্লব শুরু করতে হবে। এ বিপ্লব হবে দেশের উন্নয়নের, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষার, মানবাধিকার রক্ষার, সুশাসন প্রতিষ্ঠার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে দেখতে চাই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে। আসুন, বিজয়ের ৪০ বছরের এ লগ্নে ১৯৭১ সালের মতো আমরা আর একবার দেশ গড়ার অঙ্গীকার করি এবং গড়ে তুলি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি